দৈনিক সংবাদ

136

তারিখ ... 03 OCT 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ৩ .....

ক্লাস চালু করার আগেই

গেল আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভয়াবহ বন্যার সময় রাজধানীর বন্যাদুর্গত মানুষ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছিল। নব্বুই লাখ জন অধ্যুষিত এই ঢাকা শহরে বিপদ-আপদে আশ্রয় নেয়ার মতো স্থান খুব বেশি নেই। হাতেগোনা কয়েকটি কমিউনিটি সেন্টারে আর কত লোকের ঠাঁই হবে? তাই শহরের নিম্নাঞ্চলে পানি উঠার সঙ্গে সঙ্গে সহায়-সম্বলহীন মানুষ বাধ্য হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল। বন্যার পানি নেমে গেলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থীদের সরানো হয়নি। সরকারিভাবে বলা হয়েছিল ১লা অক্টোবর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খালি করে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু করার প্রস্তুতি নেয়া হবে। ১লা অক্টোবর পার হয়ে গেছে। তারপরেও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর দুটি কারণ। প্রথমত, নিয়মিত ত্রাণসামগ্রী পাওয়ার আশায় বন্যার্তরা ত্রাণশিবিরে থাকাকে শ্রেয় মনে করছে। দ্বিতীয়ত, বন্যার পানি কমলেও উপকণ্ঠের কোন কোন এলাকার ঘরবাড়ি-রাস্তাঘাট থেকে পুরোপুরি সরে যায়নি।

এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কি হবে? সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদেরই-বা ভবিষ্যৎ কি? স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র দেড়-দুমাস বাকি। এরই মধ্যে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা শেষ করতে হবে। বন্যার কারণে স্কুল-কলেজে প্রায় দু মাস ক্লাস হতে পারেনি। স্কুল পর্যায়ে দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষাও নেয়া সম্ভব হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। রাজধানীর বেশিরভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি দু দিন। কর্তৃপক্ষ এই ছুটি একদিন কমিয়ে বকেয়া পাঠ্যক্রম আপটুডেট করতে পারেন। দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশগত। ক্লাস ও পরীক্ষার বিষয়টি না হয় শিক্ষকরা অতিরিক্ত শ্রম ও সময় দিয়ে পুষিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘদিন বন্যাদুর্গত মানুষদের থাকা-খাওয়া, রান্না-বান্না, প্রস্রাব-পায়খানা ত্যাগ, ময়লা বর্জ্য ফেলার কারণে পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। বন্যাদুর্গত মানুষকে বাড়িতে বাড়িতে রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়গুলো খালি করতে হবে। তবে বন্যার্তরা এই মুহূর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলেও সহসা ক্লাস চালু করা সম্ভব হবে না। অনেক স্কুলেই হয়তো দরজা-জানালা ভেঙে গেছে। বন্যার্তদের মলমূত্রে দুর্বিষহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় স্কুল ঘরগুলো ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। অবিলম্বে ক্লাস শুরু করা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি তার আগে বিদ্যালয়গুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলা।